ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৪ : পর্যালোচনা ও সুপারিশ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

উপস্থাপনা সূচি

- ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট
- সাইবার জগত, আইনি কাঠামো এবং উন্নত বিশ্বের চর্চা
- এক ঝলকে সাইবার নিরাপত্তা আইন
- সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪- এর পর্যালোচনা
- আমাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ
- উপসংহার

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪
এবং
আমাদের সাধারণ অবস্থান

- ২০২৪ সালের জুলাই মাসের হয়ে যাওয়া গণঅভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুল বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯নং আইন) বাতিল করে এর পরিবর্তে নতুন একটি অধ্যাদেশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমরা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সবাইকে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
- আমরা **আন্তরিকভাবে এই উদ্যোগকে সমর্থন জানাই এবং এর স্বপক্ষে আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করছি**।
- কিন্তু, আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আছে।

ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

- "ক্ষমতার (power)" সাথে "যোগাযোগের (communication)" সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
- ক্ষমতাকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির ফল ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার "নিরাপত্তা" বিবেচনায় বিকল্প মাধ্যম হিসেবে মূলত সামরিক ও শিক্ষাকাজে ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেটের সৃষ্টি হয়।
- কোনো দেশ এ জন্য একক কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না, তবে পুজিবাদী অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত পশ্চিমা বিশ্বের দেশসমূহ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ জন্য সিংহভাগ কৃতিত্ব দেওয়া হয়।
- আজ থেকে ঠিক ৩৫ বছর আগে [ডিসেম্বর ২৫, ১৯৯১] গত শতাব্দীতে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর ৯০ দশকের মাঝামাঝিতে ইন্টারনেটকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।
- ইন্টারনেট উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে।
- নিরাপত্তা, নজরদারি, বাজার, ইত্যাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেটের প্রতিশব্দ।
- ব্যক্তি অধিকারের ওপর সামষ্টিক অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার যে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা সেখানে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার হয়েছে ব্যাহত।

ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

- ১৯৯১ সালে বাংলাদেশও দীর্ঘ সেনা শাসন শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার পথে ফিরে আসে।
- বাংলাদেশেও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং আইনকাঠামো তৈরি করতে থাকে।
- ২০০১ সালে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ২০০৬ সালে আপাত-নিরীহ কিন্তু কুখ্যাত ৫৭ ধারা যুক্ত করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রণয়ন করা হয়।

- 'কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মিথ্যা ও অশ্লীল কিছু প্রকাশ করলে, যা দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট হতে উদ্‌বুদ্ধ করে, অন্যের মানহানি ঘটায়, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্‌ন করে বা কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি দেয়—তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধ করলে তিনি সর্বোচ্চ ১৪ বছরের ও সর্বনিম্ন সাত বছরের কারাদণ্ডে এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

- ২০07 সালে বাংলাদেশে আসে ১/১১ এবং ২০০৯ সালে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে।
- পাঁচ বছর পরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০১৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৩ সালে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা সংশোধন করে আরও নিবর্তনমূলক করা হয়।
- ২০১৪ সালের একতরফা বিতর্কিত নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগ সরকার ৫৭ ধারার মারাত্মক অপব্যবহার করে দেশে বিদেশে অসহনীয় সমালোচনা সহ্য করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের রাজনৈতিক স্লোগান "ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করে আরও ঘৃণ্য, বিতর্কিত ও নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং পরে এর হুবুহু যমজ সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩।
- জুলাই ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট প্রেক্ষাপট এবং এর পেছনে অতি ঘৃণ্য আইনের ব্যাপক ও স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- কাজটা শুরু হয়েছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ২০০৬ সনের আইনের ৫৭ ধারা দিয়ে।

ইন্টারনেট বনাম সাইবার/অনলাইন

- ইন্টারনেট এবং সাইবার কি একই জিনিস? উত্তর হচ্ছে- “না”।
- ইন্টারনেটকে আমরা বলতে পারি যোগাযোগের জন্য স্থাপিত ভৌতকাঠামো, যেমনটা আমরা দেখি টেলিযোগাযোগের [লাইন, তার] ক্ষেত্রে।
- সাইবার/অনলাইন হচ্ছে আমাদের কল্পিত একটি জগত, যা আমরা অনুভব করি কিন্তু বস্তু আকারে ধরতে পারি না।
- তাহলে, ইন্টারনেট কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সাইবার জগত দাঁড়িয়ে থাকে।
- এবং, সাইবার জগত ছাড়াও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট থাকতে পারে, কিন্তু ইন্টারনেট ছাড়া সাইবার জগত কল্পনা করা সম্ভব নয়।

সাইবার জগত, আইনি কাঠামো এবং উন্নত বিশ্বের চর্চা

- সাইবার জগত বা পরিসর একটি ব্যাপক ও বিস্‌তৃত ধারণা। বর্তমান দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন হবে, যার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো না কোনো বিষয় এ জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।
- প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ব্যাপক ও বিস্‌তৃত এ জগত-সম্পর্কিত যে-কোনো নীতিমালা বা আইন করার দৃশ্যমান কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই এবং যে আইনই করা হোক এর প্রভাব দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাহিরেও পড়ে।
- জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জরিপ করে তার ফলাফল বা সূচক প্রকাশ করে
- এ সব কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি রাষ্ট্রের সুনামের বিষয়টি জড়িয়ে যায় বলে এ ধরনের আইন করার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-নির্ধারকদেরকে যথেষ্ট সতর্কতা আর প্রজ্ঞার পরিচিয় দিতে হয়।

সাইবার জগত, আইনি কাঠামো এবং উন্নত বিশ্বের চর্চা

- লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাধারণত এ ধরনের আইন করার সময়, সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মূল্যবোধ, সংবিধানের মূল নীতিমালা, এ সম্পর্কিত বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের চর্চাগুলো বিবেচনায় নিয়ে স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করে যথাযথভাবে একটি একাডেমিক গবেষণা করে।
- এরপর উক্ত গবেষণার ফলাফল এ জগত-সম্পর্কিত সকল অংশীজন (বিশেষ করে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী শ্রেণী, সুশীল সমাজ, একাডেমিয়া, পেশাজীবী এবং সাধারণ ব্যবহারকারী ইত্যাদি) বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করে, তাঁদেরকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে, তাঁদের মতামত নিয়ে এবং সেগুলো বিবেচনা, মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা করে তারপর এ সম্পর্কিত নীতিমালা বা আইনের খসড়াটি প্রস্তুত করে।
- প্রথম অবস্থায় এই কাজটি করতে গেলে এর জন্য যদিও কিছুটা সময় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বাড়তি কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তারপরও লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা হলে, উক্ত গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ সম্পর্কিত যে-কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এড়িয়ে শ্রেয়তর পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

সাইবার জগত, আইনি কাঠামো এবং বাংলাদেশের চর্চা

- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে গত দুই দুশক এ জগত-সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল আইসিটি আইন ২০০৬।
- প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ করা হয়েছে। কোনো গবেষণা না করে আইন তৈরি করা হয়েছে এবং সরকারের নেওয়া উদ্যোগকে হালাল করার জন্য লোক দেখানো কিছু সভা, সেমিনার করা হয়েছে।
- সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩- এর মতো কালো আইনকে বাতিল করে এ বিষয়ক অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং এ জন্য বর্তমান সরকার গত কয়েক মাসে কয়েকটি খসড়া প্রকাশ করে সেখানে জনসাধারণকে মতামত দেওয়ার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছে সে প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, যদিও সংবাদপত্র মারফত আমরা জেনেছি যে, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪ ইতোমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদন লাভ করেছে।
- আমরা গভীর হতাশা এবং উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছি যে, জনসাধারণের মতামত দেওয়ার জন্য আলোচ্য অধ্যাদেশের সর্বশেষ যে খসড়া প্রচার করা হয়েছিলো, তার বাহিরে অনুমোদন পাওয়া অধ্যাদেশে এমন নতুন অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আইন প্রণয়নের সাধারণ চর্চার পরিপন্থি। ব্যাপারটিকে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও বোকা বানানোর একটি অপচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

সুচি		
ধারাসমূহ		
প্রথম অধ্যায়		**তৃতীয় অধ্যায়**
প্রারম্ভিক		**প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি**
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন		৮। কতিপয় তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার ক্ষমতা
২। সংজ্ঞা		৯। কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম
৩। আইনের প্রয়োগ		১০। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব
৪। আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ		১১। ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মান নিয়ন্ত্রণ
দ্বিতীয় অধ্যায়		**চতুর্থ অধ্যায়**
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি		**জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল**
৫। এজেন্সি গঠন, কার্যালয়, ইত্যাদি		১২। জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল
৬। মহাপরিচালক ও পরিচালকগণের নিয়োগ, ইত্যাদি		১৩। কাউন্সিলের ক্ষমতা, ইত্যাদি
৭। এজেন্সির জনবল		১৪। কাউন্সিলের সভা, ইত্যাদি

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়		
অপরাধ ও দণ্ড		
১৭। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে বে-আইনি প্রবেশ, ইত্যাদির দণ্ড		২৭। সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ড
১৮। কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদিতে বে-আইনি প্রবেশ ও দণ্ড		২৮। ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ, সম্প্রচার, ইত্যাদি
১৯। কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ইত্যাদির ক্ষতিসাধন ও দণ্ড		২৯। মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি
২০। কম্পিউটার সোর্স কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড		৩০। আইনানুগ কর্তৃত্ব বহির্ভূত ই-ট্রানজেকশনের অপরাধ ও দণ্ড
২১। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি ও কুৎসামূলক প্রচারণার দণ্ড		৩১। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড
২২। ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক জালিয়াতি		৩২। হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড
২৩। ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক প্রতারণা		৩৩। অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও উহার দণ্ড
২৪। পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণ		৩৪। মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদির অপরাধ ও দন্ড
২৫। আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি		৩৫। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
২৬। অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, ইত্যাদির দণ্ড		৩৬। ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ক্ষমতা
		৩৭। সেবা প্রদানকারী দায়ী না হওয়া

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

সপ্তম অধ্যায়		
অপরাধের তদন্ত ও বিচার		
৩৮। তদন্ত, ইত্যাদি		৫২। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা
৩৯। তদন্তের সময়সীমা, ইত্যাদি		৫৩। বাজেয়াপ্তি
৪০। তদন্তকারী অফিসারের ক্ষমতা		
৪১। পরোয়ানার মাধ্যমে তল্লাশি ও জব্দ		**অষ্টম অধ্যায়**
৪২। পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার		**আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**
৪৩। তথ্য সংরক্ষণ		৫৪। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
৪৪। কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার ব্যাহত না করা		
৪৫। তদন্তে সহায়তা		**নবম অধ্যায়**
৪৬। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা		**বিবিধ**
৪৭। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি		৫৬। সাক্ষ্যগত মুল্য
৪৮। অপরাধের বিচার ও আপিল		৫৭। অসুবিধা দুরীকরণ
৪৯। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ		৫৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৫০। বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি		৫৯। রহিতকরণ ও হেফাজত
৫১। মামলা নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা		৬০। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

- ১। আমরা মনে করি, এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা এবং মানুষের মত প্রকাশের অধিকার-সম্পর্কিত বিধানগুলো একত্র করে ফেলেছে এবং অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবলমাত্র কারিগরি জ্ঞাণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে "জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি" গঠন প্রস্তাব করে ভবিষ্যতে এর প্রকৃত ও যথাযথ প্রয়োগকে প্রশ্নবিদ্ধ ও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে।
- বর্তমান অধ্যাদেশে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে আইনি কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করার জন্য কমপক্ষে তিনটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যথা- (১) কম্পিউটার বা সাইবার অপরাধ বা কম্পিউটার অপব্যবহার আইন (Computer Crimes Act / Cyber Crimes Act / Computer Misuse Act), যেখানে কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের অপরাধ-সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে, (২), সাইবার নিরাপত্তা আইন (Cybersecurity Act), যা মূলত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোগুলো তথ্য ব্যবস্থার সুরক্ষার নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বিধান করে প্রণীত হবে, এবং (৩) অনলাইন সুরক্ষায় আইন (Online Safety Act), যা অনলাইনে বা সাইবার জগতে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে।
- এর মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো দ্বিমত বা সমালোচনা হয় না বিধায় আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই আইনগুলো প্রথমে করে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো কিছুটা জটিল এবং সংবেদনশীল বলে এ বিষয়ক আইন করার আগে সরকার ও নীতি নির্ধারকদের উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে তাদের মতামত নিয়ে তারপর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- সরকারি তথ্য, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক তথ্য ও জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইনি কাঠামো ঠিক করা না হলে, সাইবার সুরক্ষার বিষয়টি কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হবে না। এ কারণে আমরা মনে করি যে, এই অধ্যাদেশটিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

২। উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত অধ্যাদেশে এমন অসংখ্য শব্দের অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলো সর্বশেষ খসড়ায় ছিলো না এবং যেগুলোর কোনো সংজ্ঞা আলোচ্য অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩. এই অধ্যাদেশের অনেক স্থানে আইন প্রণয়নের সাধারণ রীতি অনুসরণ না করে কোথাও কোথাও কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও তা করা হয়নি। এ কাজটি করে অধ্যাদেশের বিধানসমূহের ভাষা অযাচিতভাবে দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর করে ফেলা হয়েছে। অধ্যাদেশের কিছু বিধানের ভাষ্য এতোই জটিল যে, এগুলোর মর্মার্থ উদ্ধার করতে একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হবে।

৪. প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ থাকার পরেও এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্টিকটুভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. এই অধ্যাদেশের কতিপয় স্থানে "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যদিও কিছুক্ষেত্রে এ শব্দগুলোর এমন ব্যবহার যথার্থ, কিন্তু তারপরও যেহেতু সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-কে রহিত করে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলোকে অত্র অধ্যাদেশে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যাদেশের ধারা-২ তে "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই অত্র অধ্যাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলোর ব্যবহার পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এ ছাড়া অত্র অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে এই "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে, এগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলোর সংজ্ঞা অধ্যাদেশের ধারা-২ তে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

- ৬. উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪-এ ‘‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’’ শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা অধ্যাদেশটির সর্বশেষ খসড়াতে ছিলো না। ইদানিংকালে সারাবিশ্বে এই শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের কারণে বর্তমানে শব্দগুলোকে আর সাধারণভাবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই বলে আমরা মনে করছি, আর তাই আমরা মনে করি এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

- ৭. উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর ধারা ২(১) (ভ)-তে নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে “সাইবার সুরক্ষা”-ধারণাটির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারা বিশ্বে যখন মাত্র কয়েকটি দেশ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তখন বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এমন একটি সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এ বিধানটি কতটা বাস্তবতা বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটা জনসাধারণকে খুশী করে জনপ্রিয় হওয়ার অভিপ্রায়ে নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে মতামত দিতে আমাদের আরও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে, যেহেতু সরকারের এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনেক ধরণের প্রস্তুতি দরকার হবে। তবে, আপাতত অধ্যাদেশের ১(২) ধারা মোতাবেক অত্র অধ্যাদেশটি যেহেতু ‘‘অবিলম্বে কার্যকর’’ হবে, তাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে ইন্টারনেট প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে বিবেচনায় একজন নাগরিকের অধিকার কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে এবং কীভাবে নিশ্চিত করবে সে সম্পর্কিত বিধান এই অধ্যাদেশে বা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে অতি দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ ছাড়া “ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার”- এর মধ্যে কোন কোন জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাও এই অধ্যাদেশে বা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে পরিষ্কার করে বলতে হবে। আমরা মনে করি যে, এ বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই অধ্যাদেশের ধারা ৮, ২৫ ও ২৬ এর বিধানসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ইন্টারনেট প্রাপ্তির কারিগরি দিক, ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য দরকারি বিভিন্ন ডিভাইসের প্রতুলতা, নাগরিকদের এসব ডিভাইস ক্রয়ের ক্ষমতা, আইনি সীমার মধ্যে থেকে কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিরোধ ব্যতীত সকল ধরনের তথ্যপ্রাপ্তি, সমালোচনা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হবে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

- **অধ্যাদেশের শিরোনাম**

- এ অধ্যাদেশের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে “সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪”। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এখানে “সাইবার সুরক্ষা” শব্দগুলোর ব্যবহার যথার্থ হবে না।

- এ সংক্রান্ত বিশ্বের সকল নামকরা ডেটাবেইজ এবং এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনগুলোর শিরোনাম বিবেচনায় নিলে এই অধ্যাদেশের নাম “সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ” অথবা “কম্পিউটার অপব্যবহার” অধ্যাদেশ হওয়া যৌক্তিক বলে মনে হয়।

- **আইন মুসাবিদা বা ড্রাফটিং এর দৃষ্টিকটু ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন**

- আমাদের দেশের সাধারণ চর্চা ও রীতি অনুযায়ী আইনের লিখিত রূপ প্রকাশ করে আইনে ব্যবহৃত কোনো শব্দের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য সাধারণত এর ধারা ২ এবং অন্যান্য স্থানে ‘‘সংজ্ঞা’’ বা ”ব্যাখ্যা” অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২-তে এমন অনেকগুলো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো আগের সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এই অধ্যাদেশে নতুন যে পরিবর্তনটা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান তা হচ্ছে, কিছু শব্দ বা ধারণার সংজ্ঞার সাথে সাথে ইচ্ছেমতো কিছু উদাহরণকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে, প্রকৃত সংজ্ঞাটি হয়ে গেছে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

- **কম্পিউটার শব্দের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তকরণ**

- যদিও উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া অধ্যাদেশের ধারা ২ (২)-এ বলা হয়েছে যে, "এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে" এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ (১৩) তে ''কম্পিউটার'' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তবুও এই অধ্যাদেশে "কম্পিউটার" শব্দটির একটি সহজবোধ্য "সংজ্ঞা" অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি, যেহেতু অত্র অধ্যাদেশটির প্রক্ষাপটে এই "কম্পিউটার" শব্দটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

- **"উপাত্ত-ভাণ্ডার" শব্দটির সংজ্ঞা**

- উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া এই অধ্যাদেশের চূড়ান্ত কপিতে "উপাত্ত-ভাণ্ডার" শব্দটি যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে বিভ্রান্তিকর। এখানে বাংলা এবং ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সংজ্ঞাটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোনো সাধারণ মানুষ বা আইন অঙ্গনের ব্যক্তির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। লক্ষণীয় যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে, এই সংজ্ঞাটিতে "উপাত্ত-ভাণ্ডার" শব্দটি সম্পর্কীত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ "সংকলন" শব্দটি অনুপস্থিত।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

- **কম্পিউটার সিস্টেম এর সংজ্ঞা স্পষ্টকরণ**

- সামগ্রিক বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ঙ)-তে অন্তর্ভুক্ত "কম্পিউটার সিষ্টেম"-এর সংজ্ঞাটিতে নিচের প্রস্তাবিত সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে-

  - "(ঙ) "কম্পিউটার সিস্টেম" অর্থ এক বা একাধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এর মধ্যে আন্তঃসংযোগকৃত প্রক্রিয়া যাহা এককভাবে বা একে অপরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া **স্বয়ংক্রিয়ভাবে** তথ্য উপাত্ত গ্রহণ, প্রেরণ, **প্রক্রিয়াজাতকরণ** বা সংরক্ষণ করিতে সক্ষম;

- **"গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স" শব্দগুলোর সংজ্ঞা**

- আলোচ্য অধ্যাদেশের ২(১)(ঝ) ধারাতে "গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স" ধারণাটির সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের সাধারণ চর্চা ও রীতি অনুযায়ী আইনে দেওয়া কোনো শব্দের সংজ্ঞায় এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার বিষয়টি সচরাচর দেখা যায় না বলে, তা উক্ত সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

- **"জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্স রেসপন্স টিম** (N-CERT)", **"কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম"** বা **"কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম"**
- **"ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব" শব্দগুলোর সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ**
- **"বে-আইনি প্রবেশ"-এর সংজ্ঞায় "অধিকার" শব্দের অনুপস্থিতি**
- **"ভৌত অবকাঠামো"-এর সংজ্ঞাটি ভিন্নভাবে উপস্থাপন**
- **"ম্যালওয়্যার" শব্দের প্রদত্ত সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ**
- অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ব)-তে অন্তর্ভুক্ত "ম্যালওয়্যার"-এর সংজ্ঞাটিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞাগুলোর উপাদান "অসদুদ্দেশ্যে তৈরি", "ক্ষতিকর" এবং "ব্যবহারকারীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ" এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি বলে, আমরা মনে করি প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ।
- **"সাইবার সুরক্ষা"** নয় **"সাইবার নিরাপত্তা" [আইনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত; কিন্তু সংজ্ঞা দেয়া হয়নি]**

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

- **“সাইবার স্পেস”** নয় **“সাইবার জগত বা পরিসর”**

- **“সেবা প্রদানকারী” ধারণাটির সংজ্ঞা**

- এই সংজ্ঞাতে কেন “সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভলপার, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার” কে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো, তা আমাদের বোধগম্য হলো না। এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলগুলোতে প্রদত্ত সংজ্ঞা বিবেচনায় নিয়ে আমরা একটি সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছি।

ধারা ৫

- আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে সরকার যদি এই অধ্যাদেশের শিরোনাম পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এর নাম সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ অধ্যাদেশ করা হয়, তাহলে আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে “জাতীয় সাইবার সুরক্ষার এজেন্সি” নামে যে এজেন্সি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, তা গঠনের যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
- তবে, সাথে সাথে এর সক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৬

- অধ্যাদেশের ধারা ৬(১)-এ বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ, কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্যপ্রযুক্তি বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, যাহাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ বা সার্টিফিকেট রহিয়াছে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

ধারা ৮

- আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ৮ এ জাতীয় সাইবার সুরক্ষায় এজেন্সির মহাপরিচালককে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য ও উপাত্ত সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো হুমকি সৃষ্টি করলে, তা অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এখানে অতি সাধারণ ও সামান্য একটি বিষয় যুক্ত করে অর্থ্যাৎ উপ-ধারা (৩) এ " . . . এবং অতপর তৎবিষয়ে সরকারকে অবহিত করিবে।"- শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ববর্তী সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিধানটি হুবহু এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বিধানটির অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।
- বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ যে কর্মকাঠামো তা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলে এই কথাটি সহজেই অনুমান করা যায় যে, সরকারের পক্ষ থেকে আগে থেকেই কোনো সংকেত না পেলে, মহাপরিচালক সচরাচর নিজ থেকে কোন তথ্য ও উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার মতো এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না। সে কারণে এই ধারায় এই নতুন সংযুক্তি অর্থ্যাৎ " . . . এবং অতঃপর তৎবিষয়ে সরকারকে অবহিত করিবে।" তেমন কোনো গুরুত্ব আসলে বহন করে না।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৮

- তবে এখানে যে বিষয়টি আরো উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো তা হচ্ছে, উপ-ধারা (১) এর বিধান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মহাপরিচালকের যদি মনে করার কারণ থাকে যে, "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, তাহলে তিনি উক্ত তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ক্ষেত্রমতে ব্লক করিবার জন্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।"
- উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া এই অধ্যাদেশের সর্বশেষ খসড়াতে এই বিধানটি ছিলো না। অংশীজনদের সাথে কোনো ধরনের পরামর্শ না করেই চূড়ান্ত অধ্যাদেশে ঝুঁকি মনে করে ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগটি এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

- এই অধ্যাদেশে "সাইবার নিরাপত্তা" ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, ফলে যে কোনো কিছুকেই নিরাপত্তার অজুহাতে ব্লক বা অপসারণ করা যাবে।
- মহাপরিচালকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত ও নিযুক্ত হবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিবেচনা করলে জোর দিয়েই বলা যায় যে, এক্ষেত্রে কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তির মানবাধিকার, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সংবিধান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ দক্ষতা নাও থাকতে পারে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৮

- যদি এ ধরনের বিধান এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়, তবে তার আগে এই অধ্যাদেশে "সাইবার নিরাপত্তা" ধারণাটির সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এরপর এমন বিধান যদি অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়, তবে তার জন্য যেন এমন বিধান করা হয় যে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মহাপরিচালক বাংলাদেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের, বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করবেন, এবং প্রয়োজনীয় ও কেবলমাত্র আইনানুগ ক্ষেত্রে, আনুপাতিক প্রতিকার হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তারপর এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করেন। পাশাপাশি এ জন্য যেন একটি কমিটি গঠন ও একটি বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং এ ধারার অধীনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো বিষয় যদি মারাত্মক এবং তাৎক্ষণিক ক্ষতির কারণ না হয়, তবে যেন এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ না করা হয়- এমন একটি বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আমদের প্রস্তাব থাকবে।

- একইভাবে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এ বলা হয়েছে যে, "যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে, বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য ও উপাত্ত দেশের বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা হইলে আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য, বা ক্ষেত্রমতে স্থানান্তরের জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিটিআরসি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবে।"

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৮

- বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়টির গুরুত্ব একজন সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করবেন। আমরাও এর বিরুদ্ধে নই এবং আইনে এ ধরনের একটি বিধান রাখার যৌক্তিকতা অনুধাবন করি এবং এ ধরনের বিধানের উপস্থিতি বিশ্বের সভ্য দেশসমূহের আইনেও খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ এমন কোনো বিশেষ ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে না, যার উদাহরণ উন্নত অন্য দেশের বেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, এবং যাদের উত্তম চর্চা থেকে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে এ ব্যাপারে কাঙ্ক্ষিত বিধান খুঁজে বের করতে পারব না। সে কারণে, আমরা মনে করি, যথাযথভাবে গবেষণা করে, অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে এবং সামগ্রিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে তারপরই এ ধরনের বিধান এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা উত্তম। কেননা এ ধরনের বিধানের উপস্থিতি আমরা ঘৃণ্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ক্ষেত্রে দেখেছি এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে চরমভাবে সেগুলোর অপব্যবহার হতেও আমরা দেখেছি।

- পরিশেষে, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ যদিও বলা হয়েছে যে, "এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে"। এই বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে, যেখানে সরকার পরবর্তীতে যুক্তি দিতে পারে যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো অর্থ্যাৎ ''মহাপরিচালক এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতা'' নির্ধারিত এবং সরকার শুধু মাত্র "প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি" বিধি দ্বারা নির্ধারিত করিবে। যেহেতু বিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের বা অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই, এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, বিধি প্রণয়ন করতে অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত সময় লাগে সে কারণেই আমাদের উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে এবং সেজন্য আমরা এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৯ (৫)

- এই উপধারার (খ) ও (গ) দফাতে "সাইবার বা ডিজিটাল হামলার" কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অধ্যাদেশে এই শব্দগুলোর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। আমরা মনে করি এ বিষয়ে সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

ধারা ১৯(১)(ক)

- কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ও সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতি সাধন এবং দণ্ডবিষয়ক বিধানে **অধিকার, ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা বেষ্টনি ভঙ্গ করা** - এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার হলে আমরা মনে করি অন্যথায় বর্তমানে যেভাবে ধারাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় সাধারণভাবে কম্পিউটারে ব্যবহার করে কোনো ধরনের কাজ করা সহজ হবে না।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ১৯(১)(ঙ) এবং **ধারা ১৯(১)(চ)**

- ধারা ১৯(১)(ঙ) এবং ধারা ১৯(১)(চ) এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ সম্পর্কিত বিধানগুলো সাধারণত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ও সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতি করে না। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ধারা ১৯(১)(ঙ) এ বর্ণিত অযাচিত ইলেকট্রনিক্স মেইল প্রেরণ করা হলে, তা একজন ব্যবহারকারীর জন্য অনেক সময় বিরক্তির উদ্রেগ করতে পারে এবং ধারা ১৯(১)(চ) এর বর্ণনা অনুসারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করে কোনো ব্যক্তির পণ্য বা সেবাগ্রহণ বা ধার্যকৃত চার্জ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে অন্যের হিসাবে জমা করা হলে তাতে একজন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু এ ব্যাপারগুলো কীভাবে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে, তা বোধগম্য হয় না বলে, আমরা এই বিধানগুলোকে এই ধারার বিধানের বাহিরে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

ধারা ২০

- কম্পিউটার অপরাধ-বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের বিধানগুলো অনুসরণ করে **ধারা ২০**-এ সাইবার জগতে জুয়া খেলার অপরাধ এবং দণ্ডবিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে আমরা মনে করি এই ধারার বিধানটি বলবৎ করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে কেননা এই ধারায় "জুয়া"- শব্দটির কোনো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ২১

- এই ধারাতে “সাইবার স্পেসে জালিয়াতি” শব্দগুলোর যে সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা যথাযথ অর্থ বহন করে বলে প্রতীয়মান হয় না, কেননা জালিয়াতির অপরাধের মধ্যে- (ক) সাধারণ জনগণ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের আর্থিক, ইত্যাদি ক্ষতি করার ইচ্ছা এবং (খ) যিনি জালিয়াতি করছেন তার ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, উক্ত সংজ্ঞাটি সামান্য পরিবর্তন করে পুনর্বিবেচনার করার প্রস্তাব করেছি।

ধারা ২৩

- আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ২৩-এ সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ডসম্পর্কিত যে বিধান করা হয়েছে তার পরিধি ২০০৯ সালে প্রণীত সন্ত্রাস বিরোধী আইন (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর পরিধির তুলনায় সীমিত বলে আমরা মনে করি যে, উক্ত ২০০৯ সালের আইনটি বিবেচনা করে এই ধারাটি পুনর্বিবেচনা করা যথাযথ হবে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ২৫

- আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকবার উল্লেখ করে বলেছি যে, উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে এমন অনেক কিছু যুক্ত করা হয়েছে, যা এ অধ্যাদেশের সর্বশেষ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এর মধ্যে ধারা ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত সাইবার বুলিং অন্যতম। এ বিধানটি ইতিমধ্যেই জনমনে নানান ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।
- সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত আমাদের যে সংবিধান, তার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণে আমরা মনে করি এই ধারাতে এমন কিছু বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে যেগুলো অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশের জনগন সাইবার জগতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন না। কোনো ধরনের যৌক্তিক সমালোচনা করা হলেও তাকে ‘‘অপমান’’ বা ‘‘হয়রানি’’, বা ‘‘ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা হানিকর’’ বা ‘‘ব্যক্তির সুনাম বা মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত’’ করার বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে।
- এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ বা কোনো কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করতে বা কোনো বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করতে একজন সাধারণ মানুষ বা সাংবাদিক আগ্রহী হবে না। কেননা, শুধুমাত্র “শৈল্পিক এবং শিক্ষাগত মূল্য থাকার বিষয়টি” এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এভাবে সমালোচনা করা বা মতামত প্রদান করার কাজগুলো করা হলে, যাকে উদ্দেশ্য করে তা করা হবে, তিনি উক্ত বিষয়গুলোকে “অপমানজনক”, “হয়রানিমূলক”, “সামাজিক মর্যাদা হানিকর”, বা “সুনাম নষ্টকারী” হিসেবে বিবেচনা করে এই অধ্যাদেশের আশ্রয় নিয়ে সমালোচনাকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বা মামলা করার উদ্যোগ নিতে পারবেন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ২৫

- আমরা ইতিমধ্যেই এই অধ্যাদেশের ধারা ৮ এর পর্যালোচনায় বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, কীভাবে বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতে বর্ণিত মানদণ্ড ও শর্তাবলী অনুসরণ করে অনলাইনে বা সাইবার জগতে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায়।

- আমরা আরও বলেছি যে, আমরা মনে করি এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত গবেষণা করার পর অংশীজনের সাথে পরামর্শ করে একটি ভিন্ন আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তা যদি এখন করা সম্ভব না হয় তাহলে বিধানটি বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল বিশেষ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, ১৯৬৬- এর ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানদণ্ড এবং ইউরোপের মানবাধিকার আদালতের রায়সমূহে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে অতি সত্ত্বর সংশোধন করা প্রয়োজন। অন্যথায়, গণতন্ত্রের যে সৌন্দর্য, জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা করার যে অধিকার বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তা ব্যাহত হবে এবং যে-কোনো সরকার শুধুমাত্র এই একটি বিধান ব্যবহার করে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে, জনগণের কন্ঠ স্থায়ীভাবে স্তব্দ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ২৬

- অধ্যাদেশের ধারা ২৬ এ সাইবার স্পেসে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতিতে আঘাত বা এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার জন্য দণ্ডের বিধান করা হয়েছে। "ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি" এই ব্যাপারগুলো খুবই আপেক্ষিক এবং সে কারণে এ বিষয়গুলোর অপব্যবহার করে এই বিধানটির অপপ্রয়োগ হওয়ার সুযোগ রয়েছে আমরা মনে করি। যদিও, আলোচ্য অধ্যাদেশে নতুন করে ধারা ৩১ (৩) ও (৪) যুক্ত করে কিছু সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমরা মনে করি এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। পাশাপাশি "ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি" বলতে কি বুঝায় তাও স্পষ্টতর করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। সাথে সাথে, আমরা এও মনে করি যে, "ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি" এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের আলোকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার', মতো বিষয়গুলোকে ও এখানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ধারা ৩০

- আলোচ্য অধ্যাদেশে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত এ ধারার বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ধারা ৩১

- আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ৩১ এ কিছু বিধান নতুন করে যোগ করা হয়েছে যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে আমরা মনে করি এর সাথে ধারা ৮ এবং ২৫ এর বিষয়গুলো ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায় এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৩৫

- যদিও কিছু সুরক্ষা এই ধারা ৩৫-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যার জন্য আমরা এই অধ্যাদেশ প্রণেতাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তারপরও ধারা ৩৫-এ কোনো পুলিশ অফিসারকে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বা হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি হারানো, নষ্ট হওয়া, মুছে ফেলা, পরিবর্তন বা অন্য কোনো উপায় দুষ্প্রাপ্য হইবার বা করিবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকলে, উক্ত বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করে কোনো স্থানে তল্লাশি এবং অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য জব্দ করা, কোনো ব্যক্তির দেহতল্লাশি করা এবং গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যদিও নতুন করে ধারা ৩৫(৩)-এ কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করার বিধান করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচয়ায় নিয়ে এই বিধানটির অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। আমরা দেখেছি এ ধরনের বিধান আইনে থাকার পরেও শুধু পুলিশ অফিসার নয়, এমনকি সরকারি দলের কর্মীরাও মানুষের মোবাইল ফোন তল্লাশি করে জনগনের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। সে জন্য, বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল বিশেষ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, ১৯৬৬- এ বর্ণিত মানদণ্ড এবং ইউরোপের মানবাধিকার আদালতের রায়সমূহে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে এই বিধানটি পূনর্বিবেচনা করার প্রস্তাব আমরা রাখছি।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪

বিশেষ পর্যবেক্ষণ

ধারা ৪৬

- এই ধারা অধীনে ধারা ১৯-কে আমলযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি ধারা ১৯ (১) এর দফা (ঙ) ও (চ) পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমরা আগেই বলেছি যে, এই বিধান গুলোতে অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু এগুলো সাধারণত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে না বলে, এগুলোকে ভিন্ন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এগুলোও অ-আমলযোগ্য এবং জামিনযোগ্য করা যুক্তিযুক্ত।

ধারা ৪৭

- তাত্ত্বিকভাবে সাইবার জগত বলতে আমরা সাধারণত একটি কাল্পনিক জগতকে বুঝে থাকি, সে কারণে এই ধারাতে ব্যবহৃত ‘‘সাইবার উপকরণ’’ বলতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, তা না বলে শুধুমাত্র ‘‘উপকরণ’’ বলা যেতে পারে এবং তা বলা হলে এই ধারার মূল বক্তব্যে কোনো হের-ফের হয় না।

ধন্যবাদ